Registered No. 35

অমৃতবাজারপত্রিকা

৬ ভাগ | কলিকাতাঃ—১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং২৫শে সেপ্‌টেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। | ৩৩ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ooo—

কলিকাতা

বহুবজার ষ্টিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফর্ত্তি বিহীনহইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে স্ফর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীর অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য থমতঃ ৫ পাঁচ টাকা রপাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা না।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ খানে স্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্তা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য „ „ ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি „ „ „ „ ‖০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বাউপ্রধান ধাতুয় পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য „ „ ১ টাকা
ডাক মাশুলইত্যাদি „ „ „ ‖০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউটা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।
ইহার এক আউন্‌স শিশির মূল্য ‖০ আন
ডাক মাশুল ইত্যাদি।/০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিণ্টেল এপথিক্যারশ হল দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালা নবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

অবলা বিলাপ।

শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী দাসী প্রনীত মূল্য।০ আনা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস কলিকাতা। ডাক মাশুল / আনা।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

পুরস্কার ৫০ টাকা।

আমার পুত্র অভয়চরণ রায় ১২৭৯ সালের ১৭ই ভাদ্র অবধি অনুদ্দেশ হইয়াছে। বয়স ১৯ বৎসর, ঈষৎ শ্যামবর্ণ বামগালে নাকের নিকট একটী কাল দাগ (জতুক) আছে, বাহুর মধ্যস্থলে বেষ্টন করিয়া তাগার ন্যায় একটী পোড়া দাগ আছে, মধ্যমাকৃতি। সম্মুখের উপরের দাঁত ঈষৎ উচ্চ। বাড়ী ঢাকার জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন গালিমপুর। যে ব্যক্তি ইহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট সংবাদ দিলে হইবে। (১)

শ্রীরামচরণ রায়।

WANTED

A Moonshee–must know English–hiberal salary given. Apply to

K. S.

Pakour. G. I. K

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্র খানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে গুপ্তযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি, রপ্তানি দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮্ যাণ্মাষিক ৪‖০ ও ত্রৈমাসিক ২৻০।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—সহকারী সম্পাদক।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১‖ টাক মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। (৩৩)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রনা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর স্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির যে সমস্ত কার্য্য উহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আপিষ গুপ্তযন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেনসী কার্য্যের মুদ্রিত নিয়মাবলী ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

দুর্গোৎসব।

আমরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কত বি . দ সহ্য করিয়াছি, কত ঝঞ্ঝাট অতিক্রম করিয়াছি, কত পরিবর্ত্তন দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছি। সংসারের ভ্রুকুটীতে আমাদের বাল্য কালের সম্ভবতঃ অনেক কথাই মনে নাই, অনেক ভাবের অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন কি বাল্য কালের অনেক সুহৃদের কথা বিস্মৃত হইয়াছি, অনেক বাল্য ক্রীড়া ও ঘটনা ও মনে নাই, কিন্তু দুর্গোৎসবের সেই আনন্দ পূর্ণ ভাব বিস্মৃত হইতে পারি নাই। দুর্গোৎসবের সময় নগর নানা বিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিপুর্ণ হইত। দুর্গোৎসবের নিমিত্ত শুদ্ধ আমাদের দেশীয় কারিগরগণ নানা বিধি দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত না, আমিরিকা ইউরোপ প্রভৃতির কারিগরগণও দুর্গোৎসবের উপলক্ষে নানাবিধ বসন ভূষণ প্রস্তুত করিতেন। সে দিবস যেরূপ বিয়ানা প্রদর্শনে নানা স্থান হইতে নানাবিধ অপূর্ব্ব দ্রব্যের সমাগম হইয়াছিল, দুর্গোৎসব উপলক্ষেও এদেশে সেইরূপ একটী সাধারণ প্রদর্শন হইত। এই উপলক্ষে কারিগর গণ রাত্র দিবা পরিশ্রম করিয়া, অনাহারে শরীর ক্লিষ্ট করিয়া কারু কার্য্য প্রস্তুত করিতেন, ভিন্ন দেশীয় বণিকেরা এই উপলক্ষে কত অপূর্ব্ব সুন্দর মনোহর নূতন ২ দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেন। দুর্গোৎসব শুদ্ধ ভারতবর্ষের নহে, শুদ্ধ আশিয়ার নহে শুদ্ধ ইউরোপর নহে, অথবা শুদ্ধ আমেরিকার নহে, কিন্তু উহা পৃথিবীর সমুদয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের জীবন প্রদান করিত। এই সময় কোটী কোটী টাকার জিনিষ পত্র খরিদ বিক্রী হইত, হিন্দুরা এই উপলক্ষে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেন। নগর উপনগর চাকচিক্যময় হইত, সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধে আমোদিত হইত, নানা বিধ বস্ত্রে চিত্র বিচিত্র হইত, লোকে পরিপূর্ণ হইত। আমরা যখন ডাকের সাজের দোকান গুলি দেখিতে যাইতাম, তখন মনে কত আনন্দই হইত। স্কুল বন্ধ হইল, বিদেশ হইতে, ভ্রাতা পিতা, পিতৃব্য, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বাটী আগমন করিতে লাগিলেন। বাটী আসিব উদ্দেশে আনন্দ হইতে লাগিত এবং যত উহার উদ্যোগ হইত, তত আনন্দে ডগমগ হইতাম। দুর্গোৎসবের নিমিত্ত একটি একটি দ্রব্য ক্রয় করা হইত, আর আনন্দের স্রোতে নৃত্য করিতাম। যখন আমাদের নিমিত্ত নুতন বস্ত্র, নূতন জুতা, নূতন পরিচ্ছদ ক্রয় করা হইত, তখনকার আনন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম না, গালে হাস্য ধরিত না দিনের মধ্যে পাঁচশবার উহা দেখিতাম এবং পাঁচশ বার সমান আনন্দ অনুভব করিতাম। বাটীতে আসিতে বোধ হইত যেন আনন্দ স্রোতে আমাদিগকে আনন্দ সাগরে লইয়া যাইতেছে। গ্রামে অবতীর্ণ হইলাম, দেখি গ্রামের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। যাহার যথাসাধ্য আপনার গৃহ পরিস্কার করিয়া রাখিয়াছে, গ্রাম বাসীরা সকলেই ব্যস্ত, কেহ নুতন বস্ত্র লইয়া গৃহে যাইতেছেন, কেহ নূতন অলঙ্কার লইয়া যাইতেছেন, কেহ গো শকটে বাজার হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছেন, সকলের প্রফুল্ল মুখ, সকলই উৎসাহ পূর্ণ। বাটী উপস্থিত হইলাম। একে দুর্গোৎসবের আনন্দ, তাহাতে আবার বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের সুখ। দূর হইতে যে বাটী দৃষ্টি গোচর হইত, আর উন্মত্ত হইতাম, পাল্‌কির মধ্যে থাকা অসহ্য হইয়া উঠিত, আমাদের মধ্যে যিনি কিছু বলবান তিনি পাল্‌কি হইতে লম্ফ দিবার উদ্যোগ করিতেন, পিতা বারণ করিতেন কিন্তু তাহা কে শুনে, তখন হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গিয়াছে আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি, তখন আবার শাসন। তিনি পাল্‌কি হইতে লম্ফ দিয়া পড়িতেন। দুর্ব্বলেরা বিহারাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলিতেন। পাল্‌কির মধ্যে আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিতাম না, অধীর ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক করিতাম। বেহারার ডাক শুনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সমুদয় দৌড়াইয়া "ঐ আস্‌ছে, ঐ আসছে" বলিয়া অগ্রসর হইত। আর পাল্‌কীর মধ্যে থাকিবার যো কি, বাহির আসিয়া অমনি তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিতাম। বাটীর কি অপূর্ব্ব শোভাই আসিয়া দেখিতাম। কোথায় গৃহ সংস্কার হইতেছে, কোথায় মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে, কোথায় গেলাস লাণ্ঠন পরিস্কার হইতেছে। সকলে পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্তকলেবর, কিন্তু তথাচ কাহার উৎসাহের কিছুমাত্র লাঘব নাই, কেহ পরিশ্রমে বৈরক্তি প্রকাশ করিতেছে না। গ্রাম্য লোকেরা দুর্গোৎসব উপলক্ষে সখের যাত্রা করিতেছেন, তাহাদের বাদ্য গীতে গ্রাম আচ্ছন্ন করিয়াছে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, মাতা হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত, স্নেহভাবে মুখচুম্বন করিলেন। কিন্তু গৃহের মধ্যে বসিতে পারিতাম না। অনাহারে কিছুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতাম এবং একে একে সকল সমবয়স্কদিগের সঙ্গে দেখা করিতাম। সকলের মুখ প্রফুল্ল, সকলের মুখে এক কথা। গ্রামে আন্দোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, কত নূতন লোকের সমাগম হইয়াছে।

সুসজ্জিত দশ ভুজা মূর্ত্তি মধ্য স্থলে দণ্ডয়মান, দুই দিকে লক্ষ্মী সরস্বতী, এক দিকে কার্ত্তিক অপর দিকে গণ-পতি। পুষ্প নৈবেদ্য, ধুপ দীপ দ্বারা চতুর্দ্দিক সুশোভিত ও সুগন্ধময়। ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য গণ ভক্তি ভাবে গদ গদ হইয়া পুজা করিতেছেন সন্ধ্যা আরতির সময় যখন বাটী দীপমালা দ্বারা আলোকিত হইত, বাদ্য রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইত, ধুপের সুগন্ধময় ধুম দ্বারা গৃহ যেন মেঘাচ্ছন্ন করিত, ইহার মধ্যে দীপ সমুদয় তারকা রাশীর ন্যায় শোভা দিত, আবার চামর ব্যজন দ্বারা ধুম-রাশী তরঙ্গ মালার ন্যায় নৃত্য করিত, দীপমালা সমুদয় বায়ু ব্যজনে দোদুল্যমান হইত, পুষ্প গন্ধে গৃহ আমোদিত হইত, এই সমুময় দেখিয়া মনে এক অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় ভাবের আবির্ভাব হইত, হৃদয়ের কবাট উন্মোচিত হইত, হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইত, হৃদয় ভাবে গদ গদ হইত। ইহাতে আবার যখন উপাসক গণ দুর্গার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক হৃদয়ের সঙ্গে মা মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাদের নেত্র হইতে ভক্তি বারি অনর্গল নির্গত হইত তখন আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইত তাহা প্রকাশ করা যায় না। তখনকার সেই মধুর ভাব হইতে দয় যে পীযূস পান করিয়াছে, তাহাতে এখন অনেক সময় বিহ্বল করিয়া ফেলে। অনেক সময় ইচ্ছা হয় যে সেই ভাবটী প্রকাশ করি, কোন আকার দিয়া জগতে রাষ্ট্র করি, কিন্তু মন তাহা অনুভব মাত্র করিতে পারে প্রকাশ করিতে পারেনা। যাহারা চিন্তাশীল তাহারা দার্শনিক তর্ক দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা কি মানসিক অন্য কোন শক্তি প্রভাবে ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং ভক্তেরা তাঁহাকে মা মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, ইহার প্রভাব অনিবার্য্য ইহাতে শরীর ও মন অকস্মাৎ অবসন্ন করে, আনন্দে হৃদয় বিগলিত হয় এবং যদি স্বর্গ সুখ থাকে তবে তাহার কিছুমাত্র আভা এই সময় দীপ্তমান হয়। দরিদ্র ধনী মুর্খ পণ্ডিত স্ত্রী পুরুষ অন্তজ মহদবংশজাত সকলে গল লগ্নকৃতবাস হইয়া ঈশ্বরকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, দুর্গা তাহাদের প্রতি সস্নেহ নয়নে হাস্য মুখে অবলোকন করিতেছেন, এ ভাব অচিন্তনীয়, অপূর্ব্ব, মনোহর। এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমরা সারা বৎসরের পরিশ্রম ক্লান্তি বিস্মৃতি হইতাম। নানা দেশ বিদেশের বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন হইত, দূরস্থিত আত্মীয় স্বজন ভগিনী দুহিতা পুত্রবধু প্রভৃতিকে আনয়ন করিতাম, দূরহইতে আত্মীয় স্বজন উপস্থিত হইতেন আবার সকলে একত্র সম্মিলিত হইতাম। বিজয়া দশমীর কোলাকুলির প্রথাটী কি অপূর্ব্ব। আমরা দুর্গা বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জনে জনে কোলাকুলি করিতাম। ইহাতে আমাদের পূর্ব্বের স্নেহ মমতা, আত্মীয়তা পুনরুদ্দীপ্ত হইত আবার এই উপলক্ষে অপরিচিত অনাত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা হইত। পূজার উপলক্ষ্যে সকল বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যাইত, চিরশত্রু মিত্রেতে পরিবর্ত্তিত হইত। উপঢৌকন আদান প্রাদান দ্বারা কত লোকের সঙ্গেই নূতন আত্মীয়তা হইত, কত পরিবারের সঙ্গে এই উপলক্ষে নূতন কুটুম্বিতা হইত।

কিন্তু এ সেই দুর্গোৎসবের সময়। এই সেই শরতকাল। কিন্তু এখন পল্লিগ্রামে গিয়া কি দেখি, জর, কর, মকর্দ্দমা, মনোবিচ্ছেদ, শোক, তাপ, দারিদ্র্য!

বি, এল।

নূতন উকিল দিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই কেহ হাইকোর্ট প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বি, এল দিগের হাইকোর্টে প্রবেশ করার পূর্ব্বে কোন আটর্ণিকি হাটকোর্টের উকিলের অধীনে দুইবৎসর কর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে।

নূতন বি এল গণ যখন হাইকোর্টের উকিলের কি আটর্ণির অধীনে কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন একটী কণ্ট্রাক্ট লেখা পড়া হইবে। এই কণ্ট্রাক্ট খানি হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের আফিসে দাখিল করিতে হইবে। ও হাইকোর্টের উকিলের কি আটর্ণি সেখানে এই মর্ম্মে আফিডেবিট করিবেন যে, তাঁহারা পাঁচ বৎসর হাইকোর্ট কাজ করিতেছেন। একজনের নিকট ক্রমাগত দুইবৎসর যদি কর্ম্ম কাজ শিক্ষা করার কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তবে অন্যের সঙ্গে আবার বন্দো

করিতে হইবে। ক্রমাগত দুই বৎসর এ কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তাহাদের রেজিষ্ট্রারের নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা নিয়ম মত দুইবৎসর কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন। যে উকিল দিগের অধীনে তাহারা ক্লার্ক ছিলেন তাহাদেরও ইহা রেজিষ্ট্রারের নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বি এল গণ যদি ক্রমাগত চারি বৎসর মফস্বলে ওকালতী করেন এবং জজ সাহেবেরা এবিষয়ে সার্টিফিকেট দেন তাহা হইলেও বি এল গণ হাইকোর্টে গমন করিতে পারিবেন। বি এল দিগের হাইকোর্টে প্রবেশ করিবার অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে রেজিষ্টারের নিকট আবেদন এবং উহা অন্যূন চারিবার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

আমাদে দেশে ডাক্তরি, এঞ্জিনিয়ারিং এবং ওকালতী এই তিনটি ব্যবসায় বর্ণমেণ্ট শিক্ষা দেন, ইহার মধ্যে ডাক্তারি ও এঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্র পাঠ্যথাকে শিক্ষার সঙ্গে২এক রূপ করিত কর্ম্মা করিয়া দেন। কিন্তু ওকালতী বিষয়ে সে রূপ শিক্ষা হয় না। বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবারা যখন ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন তখন তাঁহারা চারিদিক অন্ধকার দেখেন। তাঁহারা আদালতের কোন কাজ কর্ম্মের দাঁড়া দস্তুর জানেন না, আবার তেমান জটিলতা, কুটিলতা, অভেদ্য শঠতা পূর্ণ বিচারালয় তাঁহাদের কর্ম্ম ক্ষেত্র, সুতরাং তাহারা নিজ অজ্ঞতার নিমিত্ত শুদ্ধ অপরের অনিষ্ট করেন না, অনেক সময় নিজের ক্ষতিও করেন। গবর্ণমেণ্ট আজ কয়েক বৎসর ইহার প্রতিবিধান করিবার উদ্যোগ করিয়া সম্প্রতি উপরের প্রকাশিত নিয়ম করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা যে বিশেষ উপকার হইবে তাহার কোন ভুল নাই। তবে উপরের নিয়ম অনুসারে হাইকোর্টে গমন সম্বন্ধে বি এল দিগের কতকটা উকিল ও আটর্ণি দিগের অধীনে থাকিতে হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে এক ব্যবসায়ী দিগের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকা অসম্ভব। উকিলেরা যত মহতই হউন না, ইচ্ছা পূর্ব্বক যে আপনাদিগের প্রতিদ্বন্দী প্রস্তুতের নিমিত্ত যত্ন করিবেন সে বিষয় কতক সন্দেহ করা যাইতে পারে। আরো ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এরূপ কাজ শিক্ষানবিস দিগের অনেক ফি দিয়া কাজ শিক্ষা করিতে হয়। হাইকোর্ট যে রূপ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে এখানে উকিলেরা এ বিষয়ে ফি পাইবেন না। বি এল কর্ত্তৃক যদি উকিলেরা কোন বিশেষ সাহায্য পাইতেন তাহা হইলেও কতক পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিতেন, কিন্তু যাহারা বি এল তাহারা সম্পূর্ণ না হউন প্রায় হাইকোর্টের উকিল হইবেন। ইহাদের পক্ষে তুল্যপদ বিশিষ্ট ব্যক্তির তাঁবেদারি করা নিতান্ত প্রীতিকর হইবে না এবং উকিলগণ ইহাদের প্রতি অধীনস্থ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবেন না। হাইকোর্টের এরূপ কোন নিয়ম করা উচিত যাহাতে এ গোলটী না ঘটে।

অপর নিম্ন আদালত গুলিও বিচারালয় এবং সেখানে আমাদের ধন সম্পত্তি সম্বন্ধে বিস্তর মোকদ্দমা হয়। যাহারা হাইকোর্টের যোগ্য হইবেন না তাহারা জেলা কোর্টের যোগ্য হইবেন? এ কিরূপ নিয়ম? আমাদের বিবেচনায় কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া উকিলেরা কোন বিচারালয়ে কাজকর্ম্ম করিতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম করা উচিত। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় উকিলদিগের কালেজ হইতে যদি কতক কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় তবে সমুদয় গোলের মীমাংসা হয়, কালেজে তাহারা এবিষয়ের শিক্ষা পান এবং মধ্যে মধ্যে কোন বিচারালয়ে গিয়া কাজ কর্ম্ম দেখিয়া আইসেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। বোধ হয় এটি নিতান্ত কঠিন বিষয় নহে।

সমালোচনা।

কমলে কামিনী, নাটক। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত। রায় দীন বন্ধু বাহাদুরের এ পুস্তক খানি অতি উপযুক্ত পাত্রকেই উৎসর্গ করা হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু এদেশের এক জন প্রসিদ্ধ নাটক লেখক। দুই এক কথায় তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা করা উচিত হয় না। কমলে কামিনী নিশ্চয়ই কলিকাতার কোন না কোন থিয়েটরে অভিনীত হইবে। কমলে কামিনী অভিনীত হইয়া গেলে আমরা ইহার সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

অবকাশ তোষিণী মাসিক পত্র। লেখক দিগের যেরূপ যত্ন, তাহাতে তাঁহাদের কৃতকার্য্য হওয়াই কর্ত্তব্য।

মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে আমরা তত প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই। অন্যান্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

জয়দেব চরিত। শ্রীরজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত।

স্মৃতিতত্ব। স্মার্ত্ত শ্রীমদ্রঘু নন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত মূল শ্রীযুক্ত রমাপতি তর্ক ভূষণ কৃত অনুবাদ সহ প্রকাশিত।

এই দুই খানি পুস্তক দেখিয়া আমাদের মনে একটী আনন্দ ভাবের উদয় হইয়াছে। সেই আনন্দ প্রকাশের জন্যে আমরা উক্ত দুইখানি পুস্তক একত্রে সমালোচনা করিতেছি, অন্য কোন কারণে নহে। ভারত বর্ষের দিগন্তব্যাপিনী অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশে তিনটী জ্যোতিষ্ক সমুদিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা বঙ্গভূমির কেন, সমস্ত পৃথিবীর গৌরবাস্পদ। জয়দেব, চৈতন্য দেব, ও রঘুনন্দনকে দেখাইয়া আমরা বলিতে পারি যে দুর্ব্বল ও পরাধীন বাঙ্গালীর মধ্যে মহাপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। জয়দেবের বীণা নাদ যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্ম হউন, নাস্তিক হউন, কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। উন্নতিশীল কৃতবিদ্য হিন্দু কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গ্রন্থ অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু জয়দেব পাঠ করিয়া তিনি মোহিত হইবেন। রজনী বাবু জয়দেবের জীবনি সংগ্রহে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি জয়দেব চরিত কোন পুস্তক হইতে অনুবাদ করেন নাই, নিজে নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কবির একটি জীবন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তক খানি আরও বড় হইলে ভাল হইত। যাহা হউক আমরা ভরসা করি বঙ্গীয় পাঠক সমাজ এপুস্তক খানি অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেন।

রঘুনন্দন মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল অবলম্বন করিয়া স্মৃতিতত্ব লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা সকল এখন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নিয়ামক। পণ্ডিত রমাপতি তর্ক ভূষণ স্মৃতিতত্ব অনুবাদ করিয়া হিন্দু সমাজের একটী মহোপকার সাধন করিতেছেন।

বালচিকিৎসা। প্রথম খণ্ড। এই পুস্তক খানি ৪ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগ। শিশু পালন। শিশু ভূমিষ্ট হওয়া অবধি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে যে নিয়মে আহার দিতে হয় ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তৎ সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। অনেকেই সদ্যঃ প্রসূত শিশু দিগকে পশু দুগ্ধ সেবন করাইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত মাতৃ দুগ্ধের সহিত গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশু দুগ্ধের প্রভেদ কি, এবং ঐ সকল দুগ্ধ পান করিলে শিশুর কি ২ অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট দেখান হইয়াছে। মাতৃদুগ্ধই শিশুর একমাত্র আহারোপযোগী, কিন্তু বিবিধ কারণে মাতৃ দুগ্ধ বিকৃত হয়। ঐ বিকৃত দুগ্ধ পানে শিশুর নানা প্রকার রোগ জন্মে, অতএব মাতৃদুগ্ধ অভাবে অন্য স্ত্রীলোকের দুগ্ধ সেবন করান যাইতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোক কিরূপে মনোনীত করিতে হয়, এবং কিরূপ আহারে তাহারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যদি মাতৃদুগ্ধ বিকৃত হয়, অন্য স্ত্রীলোক না পাওয়াতে শিশুকে স্তন্য দিবার উপায় রহিত হয়, তাহা হইলে শিশুকে কি রূপে আহার দিতে হইবে তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোকেই শিশুকে কতদিন স্তন পান করাইতে হয় তাহা জানেন না, এই নিমিত্ত তাহারা ২। ৩ বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য দিয়া থাকেন। এই দীর্ঘ কাল স্তন্য দানে শিশু ও প্রসূতির কত অনিষ্ট হয় তাহা স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। এবং তৎপরে স্তন্যদুগ্ধ ছাড়াইবার কাল ও নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দন্তোদ্ভেদ কালে শিশুর বিবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহার রক্ষাণাবেক্ষণের নিয়ম গুলি বিস্তীর্ণ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে শিশু রক্ষণের সাধারণ নিয়ম, তাহার বাস গৃহ, স্নান, ব্যায়াম, নির্ম্মলতা ইত্যাদি লিখিত হয়।

২য় ভাগ। ভৈষজ্য তত্ব শিশুদিগের উপযোগী কোন ২ ঔষধ, তাহাদের গুণ, মাত্রা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ৩। ৪ টী ঔষধে কিরূপ সংযোগ করিতে হয় তদ্বিষয় লিখিবার নিমিত্ত ঔষধ গুলি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর গুণ বর্ণন, যে ২ পীড়ায় ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তাহাদের নাম এবং ঐ সকল ঔষধের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রিস্ক্রিপসন দেওয়া হইয়াছে। যখন পীড়ার চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, তখন এই সকল প্রিসক্রিপসনের সংখ্যা তথায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৩য় ভাগ। [সাধারণ পীড়া বর্ণন করিবার পূর্ব্বে শিশুর রোগ পরীক্ষা কিরূপে করিতে হয়, রোগ পরীক্ষার বিঘ্ন কি এবং তাহা অতিক্রম করিবার উপায় শিশু পীড়িত কি সুস্থ তাহা জানিবার [illegible] তাহার রোগ লক্ষণ স্বাস্থ্য-চিহ্ন, ইত্যাদি বর্ণিত [illegible] য়াছে। এই ভাগে জ্বর, হাম, বসন্ত, গোবস[illegible] টীকা দিবার প্রথা, আরক্ত জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, বাগ্‌যন্ত্র বিকৃতি, উপদংশ প্রভৃতি প্রধান ২ পীড়া সুবিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত যে সকল রোগ সচরাচর হয় না, বা যাহাতে প্রাণ নাশের আশঙ্কা নাই, তাহাও পরিত্যক্ত হয় নাই।

৪র্থ ভাগ। ইহাতে স্থানীয় পীড়া সকল বর্ণিত হইয়াছে। পরিপাক যন্ত্রের পীড়াই শিশুদিগের অধিক হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ২১টী পীড়া বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দন্তরোগ, মুখশোষ, বমন, পাককৃচ্ছ্র, বিবিধ উদরাময়, কোষ্টবদ্ধ অন্ত্রকৃমি, পরিবেষ্টের পীড়া প্রভৃতি সুবিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূত্র যন্ত্রের পীড়া গুলি অধিকাংশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, কেবল যে সকল পীড়া সতত হয় তাহারই বর্ণনা বিস্তৃত হইয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের পীড়া কোনটীই সংক্ষেপে বর্ণিত হয় নাই। পীনস, বিবিধ কাশ, হাঁপানি, যক্ষা, ত্বগাচ্ছাদন, ফুস্ফুস ও তাহার বেষ্টের প্রদাহ, আক্ষেপিক রোগ ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত। রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের পীড়া অল্প হয় বলিয়া তাহার সংখ্যাও অল্প এবং বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত।

এই পুস্তক খানি আমাদের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছে। পুস্তক খানি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং উহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও অতি সুচারু হইয়াছে। এলোপেথী মতের চিকিৎসা প্রণালীতে যাহারা বিশ্বাস করেন, এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি সকল ইহার এক২ খণ্ড পুস্তক রাখিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

পরিমিতি প্রক্রিয়া। বাবু ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য যে জরিপ ও পরিমিতির পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন এ পুস্তক খানি তাহার সাহায্য কারী। আমরা যত দূর পাঠ করিয়া দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল যে ইহা ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY, SEPT 2Ist, 1873

We are given to understand that special arrangements have been made in the *Mitralyas* of Babu Nil Comul Mittra of Allahabad for the accommodation and comfort of native passengers. We would recommend to the Holiday tourists for the N. W. P. these native hotels which afford every advantage at cheap rates.

—o—

We havereceived a copy of geography published by Baboo Hari Mohun Mookerjee. It bears the unpretending title "School Geography." This work is compiled in the hope that it will benefit the students belonging to the Entrance classes in our schools and we can safely recommend the book to them. It is indeed very well suited to the capacities of Indian youths and contains a great deal of useful information in a short compass.

——o:o——

The *Englishman* has the following :-

"The Government of Bengal has recommended the Government of India to create a post of Public Prosecutor in all criminal cases, whose office will be immediately under the Government of Bengal, and who will occasionally assist in the Secretariat work with his legal opinion. In fact, it is proposed that the appointment shall be attached to the Secretariat. It is also in contemplation to abolish the office of Legal Remembrancer the civil side of the office immediately under the control of the Board, placing the Government pleaders in connection with the civil business under the Board. This scheme has gone up to the Government of India, who may, if there is no additional expenditure required by the change, sanction it at once. If the scheme involves any increase in the total expenditure, it will have to go home to the Secretary of State. We hear that Mr. O'Kinealy will probably be appointed first Public Prosecutor. The Lieutenant-Governor has also, we understand, asked theGovernment of India to place the service of the Advocate-General, Standing Counsel, and the Solicitor under the Government of Bengall."

Yes : with a strong and convicting executive, a corrupt and heartless police, a vile and horrible jail, a Draconian Code in full force and the liberties of the people completely at the mercy of a few raw, inexperienced youths, the post of a Public Prosecutor under the immediate supervision of the Lord of Belvedere and Mr Okeneally of Jessore notoriety as its incumnebt, will add another beautiful chapter to the reign of Sir George Campbell.

—o—

In our last Thursday's article against Postal Officers, we failed to add to the list of the victims the name of Baboo Bhoobun Mohun Chatterjee an Inspecting Post Master now on medical leave. The Baboo is an old officer in the Department, next in rank and service to Rai Dino Bundhoo Mitter Bahadoor and Roy Soorja Naryan Banerjee Bahadoor and senior to the rest of such incumbents we noticed before. The Baboo's service is unquestionably meritorious and Mr. Tweedie entertained a very high opinion of him. He served with great reputation in all the bad districts and was subsequently transferred to the Cuttuck Division, where he introduced many wholesome reformations, effected the speed of the mails &c, to the entire satisfaction of his superiors. The Baboo was enjoying privilege leave for a couple of months after a hard work of two years, when Mr. Gribble became the Post Master General, and coming to know the circumstance of his being a favorite of Mr. Tweedie, at once removed him from Cattuck to Upper Assam. The Baboo is a genuine Hindoo and it is no way practicable for him to reach his new division, the voyage being made on board of a streamer for so many days. Besides the Baboo has been suffering from a serious illness since last three months. He is now waiting at Bhuggulpore for a change. As there is no other alternative left for him in this predicament, we hear that he has prepared his mind to retire from the service. This is the fate of a meritorious career under our Government! We repeat, will Lord Northbrook kindly enquire ?

——:o:——

We understand that there is on the anvil a proposal for creating the post of a Chief Postal Inspector for the districts of Assam. We think none has a greater claim to it than Roy Soorjao Narayan Benerjee Bahadoor. What Roy Denebundho is to the Western Bengal, Roy Soorja Narayan is to Assam. He effected postal revisions in Assam for which he received high encomiums from Government and was justly honored with the title of "Roy Bahadoor." The present excellent state of the Assam Dak line is soely owing to his energy and ability. Almost all the Government officials of Assam have most enthusiastically borne testimony to the immense good done by him and we shall quote here their words to show that what an energetic man can do even under the most unfavorable circumstances. Col. Agnew the Commissioner of Assam thus writes a letter to the Babu:—"The Commissioner of Cooch Behar would have written very differently had he known of the extraordinary improvement that your exertions have effected in the time taken to carry the mails to Upper Assam, and the obstacles you so successively overcame in establishing a land transit between Kaliabur and the Dhunsiri a distance of more than fifty miles, on the first twenty six miles of which no human habitation is visible except your stage houses and a rest house of the Department of the Public Work, and this improvement you effected without either "good roads or a gigantic expenditure." Col. Hopkinson Agent. to Govr. Genl. N. E. Fro. thus acknowledges his merit :—"You will also I hope permit me to bear testimony to the serious difficulties which the circumstances of this province opposed to your carrying out the improvement in the speed of the mail transit in Assam and the fertility of resources, the power of organization and the physical as well as the mental vigor, and the hardihood and determination you have shown in carrying them out." Mr Dove, the late Director General of Post Office of India noticed with great approbation the services of Baboo Soorja Naryan and in a letter to the Post Master General of Bengal says 'I am fully satisfied with the conduct of Baboo Soorja Naryan Banerjee through whose energies and peculiar tactics the irregularity has been brought to light and I request you to convey my thanks to him." It was Mr Hogg however who knew him more thoroughly and who most warmly thus acknowledges his sterling merit "After a perusal of the file connected with Postal revision in Assam I cannot but be sensible of the energy, firmness and indomitable perseverance with which you have, in spite of very formidable obstacles effected a great improvement in the regularity and speed connected with the travelling of the mails in Assam and this acknowledgment of services rendered is but your due." After the above, even the bitterest enemy of Roy Soorja Naryan will not we believe grudge to see him hoisted to the contemplated post and Government by prmoting him will barely do an act of justice.

—:o:—

We hear that fever has again broken out in the subdivision of Jahanabad. Already thousands of people have fallen victims to this scourge and we do not know how many thousands more are fated to die an untimely death or be rendered useless for life. We have cried long and loud at the apathetic conduct of Government and we have not the heart to do so any more. If it were possible to hold an inquest on the bones which whiten the land, Government would indeed receive a terrible lesson. But Government is still more culpable in the way in which it favors certain theories relating to the epimemic fever and spends lakhs of rupees to test them while it rejects others solely because they have been advanced by natives and laymen. We do not exactly know what vast sums were wasted to lead a crusade against bamboos and small woods of villages, but this we know that the attitude taken by Government in connection with the matter did no good whatever. On the other hand, it gave only salt to the wound in the shape of immense loss which the poor, fever-stricken were put to in clearing jungles. Again Government has most liberally come forward and sanctioned 3 lacks of rupees to institute enquiries regarding the theory of Col. Haig who is of opinion that "fever is due in great part to poverty and over-population." There is an absurdity in the face of this notion which it is strange has escaped the notice of Government. If poverty were the cause of the epidemic fever, why should well-to-do people and even rich zemindars and mahajans should fall victims to it ? The value or wisdom of these enquiries in connection with the question at issue we need not stop here to discuss. We have only this to say why the theory advanced by Hon. Baboo Degumbor Mittra should not have a fair trial ? His theory is founded upon a mass of facts which neither the Government nor the public can deny. It has been supported and applauded by the *Indian Medical Gazettee* the best authority on the subject. As a practical test of the correctness of his theory the Babu exhorts Government to remove obstructions to the drainage of Mahesh and Rishra the cost whereof would not exceed 200 Rs. at most, but we want words to express our surprise at the manner in which Government has shut its ears against this most humane and practicable proposal. We can indeed form no conception of the obstinacy of our Anglo-Indian rulers. They would rather see millions of their fellow creatures die before them than yield an inch to the truth which is likely to remove the cause of this calamity, because they were once opposed to it. But does it never occur to our Anglo-Indian rulers that if the drainage theory of Babu Degumbor Mittra be a correct one, they can be held guilty of culpable homicide for their obstinate refusal to accept the same and give it a fair test ? In the name of humanity we once more exhort our Government to pause and contemplate before it rejects the theory brought forward by the native member of the Bengal Council.

——oo——

Registration Report—The Lieutenant Governor's Resolution on this subject is rather a meager one. It is not as interesting and full as his resolutions usually are. His Honor raises an important question and then suddenly leaves it off as if it required no serious attention. The Lieutenant Governor suggests that "no kabooleat should be registered without a corresponding patta." but he gets over the suggestion with the curious admission that "the subject is a very large one which cannot be properly discussed here.' Where ought it to be discussed ? Sir George is however very liberal in his praises of Mr. Beverley the Inspector General on leave, and Mr. Wilson his successor who has submitted the report. The Lieutenant Governor notices with satisfation that Babu Chunder Mohun Chatterjee of Calcutta, Mr. Rattray of Gya, and Babu Mohesh Chunder Bose of Noakhali are spoken of as deserving of special credit. We miss in the list of meritorious officers the name of Babu Sunjib Chunder Chatterjee who was so highly spoken of last year by His Honor and who for his intelligence, ability and experience was selected to take charge of the census works under Mr. Beverley. The Lieutenant Governor delights in the prospect of an increase in the registration work in the country. He seems to regret that registration has not been sufficiently developed in the country, that the deeds registered bear an insignificant proportion to the number of transactions that take place amongst a population of 66 millions and he is of opinion that if proper facilities be afforded, the number of registrations will increase with the number of registering offices. The more the Government interferes with the people, the more they lose their confidence in each other, and though Government has done its best by its laws and interfering proclovities to pit the ryot against the zemindar and the ryot against the ryot, fortunately a great deal of confidence in each other still exists in the Hindu society. And where there is confidence registration must be rare. Indeed the money lenders may, if they find registering offices accessible and near insist upon registering their bonds to keep their money safe, but this will not enrich Government but only impoverish the poor ryots and destroy their confidence in each other. If only for want of facilities registration is not resorted to, then an increase in civil cases must be the inevitable consequence. The population is increasing and along with it the transactions, why then the number of civil cases is not increasing ? Why on the contratry the number

—গত ৬ই আশ্বিন তারিখে বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২ টীতে একটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রের নাম বাবু বিনোদবিহারি চক্রবর্ত্তী, বয়ঃক্রম ২১ ৎসর। কন্যার নাম শ্রীমতি কুমুদিনী দেবী, বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। পাত্রী বলাগড়ের প্রসিদ্ধ মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

—লক্ষ্ণৌ নগরে একজন কলু একজন মহাজনের কিছু টাকা ধারিত। মহাজন এক দিন আসিয়া তাহার নিকট টাকা চায় এবং সে দিতে অপারগ হওয়ায় মহাজন তাহাকে তিরস্কার করে। কলু এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

—বিলাতী দুই জন মেম ভাগ্য গণনা করায় রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে।

—পাবনার একজন মধ্যবর্ত্তী লোক আমাদিগকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেনঃ—

"আমরা যে কষ্টে দিনাতিবাহিত করিতেছি তাহা লিখিয়া কি জানাইব; প্রথমতঃ পরগণার বাটয়ারায় যে ৪।৫ খানি মহাল ছিল তাহা সমুদায়ই বাহির হইয়া অন্যের ছামভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বাটয়ারায় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা উজাড়, তাহাতে ২।১ ঘর প্রজা ব্যতীত কিছুই নাই, যে সকল জমি তাহাতে খড় ব্যতীত কিছুই জন্মে না। যাহাহউক উহাই ভরসা করিয়াছিলাম; তদ্‌পর বিদ্রোহির বায়ু বহন হইল, দেখুন আমরা অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমাদের যে যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে তাহা দ্বারা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। প্রজাদিগকে উচিত খাজনা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না এবং আমাদিগের কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোনই দৌরাত্ম্য হয় না কিন্তু কি গতি, তথাপি সমুদয় প্রজা বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছে, দুই কিস্তির হস্তাহারি খাজনা কর্জ্জ করিয়া দিয়াছি, আর এক কিস্তিতে যে কি উপায় করিব তাহাই ভাবিতেছি। আবার সম্মুখে দুর্গাপূজা পূজাটি কোন প্রকারে না করিলেও হয় না, লোকের গঞ্জনা সহ্য হয় না এতদ্ভিন্ন অনান্য খরচ আছে। মহাশয় অন্যের পাপে আমাদের ও মারা যাইতে হইল। যদি প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতাম তবে এরূপ বিদ্রোহী হইলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত, কিন্তু বিনা পাপে সংসর্গ দোষে মরিতে হইল এক্ষণে ইহার সংযুক্তির জন্যে আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করি?"

—তারকেশ্বরের মহান্ত ব্যভিচার মোকদ্দমায় নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন ঐ অর্থ দেবালয়ের, তাঁহার নিজের নহে। দেবালয়ের সম্পত্তি অপব্যয় করিতে তাঁহার কোন অধিকার নাই, বিশেষতঃ তিনি আশ্রম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব তিনি মহান্তের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য নন, এই হেতু প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পদচ্যুতির নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস পরিব্রাজক ওরফে শ্রীকালীচরণ গিরি গোস্বামী মহান্ত হুগলীর জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। আমাদিগের কোন বন্ধু এই দরখাস্তের উপর হুগলীর জজ সাহেব যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার নকল পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা প্রকটীত করিতেছি। 'আমার বিবেচনায় তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মহান্তের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করার যথেষ্ট দ্রষ্টব্য কারণ আছে। অতএব অনুমতি হইল যে দরখাস্ত কারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।' সপ্তাহিক সং

—বোম্বাই কাউন্‌সেলের একজন সভ্য সাক্ষ্য দিতে বিলাতে গমন করিতেছেন। এইরূপ রাষ্ট্র যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত ইনি ইংলণ্ডে সাক্ষ্য দিতে যাইতেছেন। নারজী ও ফর্দ্দুজী প্রভৃতি বোম্বাই বাসিরা আয় ব্যয় সভায় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেন, বোধ হয় সেই ক্ষতি পুরাণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি প্রেরিত হইতেছেন।

—গত মাসে ইংলণ্ডে যত মৎস্য বিক্রয়ার্থে আমদানি হয় তাহার ২২৫৪ মন মৎস্য পচা বলিয়া পোলিস কর্ত্তৃক নষ্ট করা হয়।

—

বিজ্ঞাপন।

বিধবা বিবাহ।

সদ্গোপ বংশোদ্ভুতা দুইটী বিধবা কন্যা, বয়ক্রম ১২।১৩, লেখা পড়া জানে সুশ্রী। কন্যা দ্বয়ের পিতারা সম্পন্ন লোক এবং প্রয়োজনমত জামাতাদিগকে সাহার্য্য করিতে পারেন। বিবাহ অসবর্ণ হইবে না।

বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ বিধবা কন্যা, বয়ঃক্রম ৮ বৎসর, দেখিতে সুশ্রী, লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে। বর স্ত্রী পালনক্ষম এবং রাঢ়ী কি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হওয়া আবশ্যক।

বৌবাজার ষ্ট্রীট ৯২ ভবনে বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানা যাইতে পারিবে।

THE MORNING BEAM.

AN ENGLISH DAILY.

PUBLISHED AT

88, BOW-BAZAR STREET, CALCUTTA,

from the 16th August, 1873.

OPINIONS OF THE PRESS.

The general appearance of the paper is good—*Englishman.*

The latest born of the Calcutta dailies, the *Morning Beam*, made its appearance on Saturday last. It is printed in English, and consists of four pages, of which the matter of the first number is very fairly written and printed. The price is low, only 12 annas a month. The Editor professes independence and liberality, and promises to be as impartial as he can. The specimen number treats very fairly several important subjects, one especially the wealth of India, which is to be resumed. Such papers may answer a very useful end, and it is to be hoped that amongst the growing reading public there will be found many who will daily welcome the light of the morning—*Indian Daily News.*

We have received the first three numbers of a new Calcutta Daily issued, as we understand, by some of our own countrymen. It is styled the *Morning Beam*. The size of the paper is that of the *Bengali*, and the appearance is neat. We wish our new born contemporary every success.—*Indian Mirror.*

We have received the first few numbers of the new English *Daily* the *Morning Beam*. It is the cheapest *Daily* in whole India. It is very nearly got up and contains much useful matter. We wish our brother every success.—*Amrita Bazar Puttrika.*

The *Morning Beam* promises well. Its prospectus is short and to the point, and its articles are written with good intentions.—*Pioneer.*

We have received the first two or three issues of the *Morning Beam*, a new Calcutta daily, published at half an anna. Its light as yet flickers somewhat faintly, but as it rises a little above the horizon it will doubtless grow stronger. We hope the *Beam* will continue to shine long upon the Bengal public.—*Statesman.*

We have received the new Calcutta daily, styled "Morning Beam." It appears to be written by our countrymen. It is the cheapest paper in the whole of India, the price of each copy being the pice, and at the same time it is well got up *Indu Prakash.*

TERMS OF SUBSCRIPTION.

(*Payable strictly in advance.*)

MOFUSSIL

	TOWN		Daily Single Copy.		Bi Weekly.		Weekly	
	Rs.	As.	Rs.	As.	Rs.	As.	Rs.	As.
Yearly	6	0	15	12	12	8	9	4
Half-yearly	3	8	8	6	6	8	5	2
Quarterly	2	0	4	7	3	8	2	13
Monthly	0	12	1		1	4	1	1
Single Copy	0	½	0	1				

—:—

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

কুমার তটবাসী। গোস্বামী দুর্গাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন যে তাঁহারা মনে করিলে উক্ত প্রদেশে একটী সভা স্থাপন করিয়া প্রজাদিগের ও দেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন। পত্রপ্রেরক বলেন উক্ত প্রদেশে আপাততঃ একটী কমিটী স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রমোহন রায় চৌধুরি, কুণ্ডী। হিন্দু যদি মুসলমান বা খৃষ্টান কর্ম্মচারী রাখিতে পারেন তবে ব্রাহ্ম কর্ম্মচারী রাখিতে পারিবেন না কেন? আপনার প্রতিবাদ পত্রখানির অন্যান্য অংশ রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশে প্রকাশিত হওয়াই উচিত।

শ্রীঃ—আপনার পত্রখানি সাপ্তাহিক সমচারে পাঠাইলে ভাল হয় না?

শ্রীবিধুভূষণ রায়, জুনিয়াদহ স্কুল। যখন স্থির হইয়া গিয়াছে তখন আর আমাদিগের দাপাদাপি করা বৃথা। গবর্ণমেণ্ট কবে আমাদিগের কথা শুনিয়া কার্য্য করিয়াছেন?

খালকুলা, যশোহর। তরুণবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে লিপ্ত থাকিলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন হয়। অভিভাবকগণ একটু সতর্ক হইবেন।

শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্গত হইলে কি কি ক্ষতি হইবে তাহাই লিখিলে ভাল হয়।

নগাঁও আসাম। আপনার পত্রের লিখিত সংবাদ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী নহে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন, বাসণ্ডা। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কর তাঁহার একখণ্ড বরিশাল বার্ত্তাবহ ও তৎকৃত একখানি হেমলতা গ্রন্থ বাসণ্ডার পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছেন, এই জন্য পত্রপ্রেরক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীরাসবিহারি লাহিড়ী। আপনার পত্রখানি এরূপ পাতলা কাগজে লিখিত যে তাহা খুলিতেই ছিড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীভোলানাথ নিয়োগী। ফুলেশ্বর গ্রামে অত্যন্ত কুমীরের উপদ্রব। পত্রপ্রেরক এই উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কেন, আমরা কি কুমীরটা মারিয়াও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না? যাহা হউক আপাততঃ ঘাট ঘিরিয়া লইবেন।

জনৈক দেশহিতৈষী, নড়াইল, যশোর। বিবেচনাধীন।

ষ্টীলপেন। আপনি জড় পদার্থ, আপনার সহিত আমাদের কথা বার্ত্তা চলে না।

দিনকাণা। অগ্রে আপনার চক্ষু রোগ অরোগ্য করুন, তার পর সংবাদ পত্রে লিখিবেন, নতুবা পীড়া আরও বৃদ্ধি হইবে।

ঠোঁটকাটা পাখী। আপনার দুরবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, উপযুক্ত কারিগর দ্বারা ঠোঁট বাঁধাইয়া লইবেন।

গগন বিহারি বক। আপনি উড়িয়া বেড়াইবেন কিন্তু সর্ব্বদা গগনে বিহার করিলে চলিবে না, যখন ক্ষুধা লাগে তখন বিলে পড়িয়া মৎস্য ধরিয়া খাইবেন।

is gradually falling off? In good old days, when there was no registration in vogue, the people always trusted each other with money, the mahajans advanced thousands and ten thousands of rupees without even an ordinary bond and the debtors would have sold off their home-steads if necessary to pay up their mahajans. But the interference of a foreign government unmindful and ignorant of the manners, customs and usages of the country, and the attempt to engrafting a code of laws which could hardly be appreciated by the people have wrought a change in our society which it is fearful to contemplate. The people have lost confidence in each other's words and the increase of registering offices which is so much wished for by His Honor is likely to render them still more distrustful of one another. The Lieutenant Governor regrets that the number of registrations of ordinary bonds is extremely small and he therefore upholds the suggestion of the Inspector General to make the registration of such bonds compulsory. This will no doubt further the object of Sir George Campbell, but it will ruin the poor ryots. These must borrow money during the three bad months of the year and if they are compelled to pay a registration fee in addition to the exhorbitant interest of the mahajan, they will hardly know how to make two ends meet. Moreover the collection of fees on this head is not so large as to hold up a sufficient inducement to the Government to bring in such a mischivous clause. The year closed with 167 registration offices at work increased by ten since the year closed. Eleven new rural offices were opened during the year, and ten more since its close. At seven subdivisions also special officers have been appointed. The Lieutenant Governor considers the number of officers too small and he will not be satisfied till they are three or four times as numerous. He purposes to remunerate these future incumbents partly by salary and partly by commission. The British India Government was originally founded by a company of merchants and it appears that Government has not as yet been able to divest itself of its loss and profit tendency. When Mr. Massy's certificate tax was imposed, assessors were appointed who were partly paid by a fixed salary and partly by commission, that is, two per cent on all collections. The result of such an arrangement might be very well imagined. So are the jailors paid now, the greater the work of the prisoners the greater the profit to government and to the jailors, and no wonder that 45 of them die in every thousand. Here then is a temptation held to the sub-registrars to increase the number of registrations. The greater the number the greater the profit to Government and to the sub-registrars. The inevitable result of such an arrangement will be that they will turn brokers of registration and they will register deeds not allowed by law. Questions of minority, lunacy, limitation or insufficiency of stamp as causes of refusal to register under provisions of law will be overlooked. The registrars have very little to lose by detection and the chances of detection are very remote. If such documents ever appear before court which they in many cases do not, even then the chances of detection of the irregularity may not be certain and even if detected the mischief caused by the irregularity may be found after the lapse of perhaps many years to be irremidiable. Then the refund of commission paid years back may be altogether an impossible affair. It was never intended to make registration paying to Government, why is then Government so eager to force it when it is not wanted?

—:—

CIVIL SERVICE SYSTEM—An Assistant to a Magistrate is but a raw beardless youth fresh from England, who is paid by Government to learn his business at the expense of the people. Medical students first prepare their hands and acquire a knowledge of anatomy by applying their knives upon dead bodies, young laweyers are never trusted with important cases by the people, but it is very different with the Civil Servants of Government. He is to deal with realities and thousands of wrongs must be committed before he can sit as an unobjectionable judge on the judicial or criminal bench. He is in fact the barbar's son in the *Pacha of many Tales* who to be adept in his profession of shaving thought it indispensible to cut a good number of heads with his razor. After a short experience, the Assistant is transferred to a sub-division with an independent charge and unlimited powers and placed among Amlas and Mookteers superior to him in experience and knowledge of the laws and customs of the country, if not in natural talents. He is to administer justice and take down the depositions of the commonest people whose language he understands very imperfectly. He is surrounded by a class of people whose business it is to confound and puzzle him, and it is but natural that bewildered, befooled, and without any experience of the same class at home, he should naturally come to the conclusion that they are all rogues alike and form an opinion of the whole people by the standard of Mookteers and Amlas.

The Additional judges are generally an infliction to the people and the subordinate judges and a burden to the State. Equally powerful with the zillah judges to do good or evil, he is but an ignorant lawayer, more ignorant than the pleaders and the subordinates who serve under him. A zillah judge goes home on furlough and returns after a long period, forgetting all if any he had learnt in the country of its laws and customs. Government must maintain him and he is retained as an additional judge. A stupid Magistrate serving fore a long time is found unfit by Government and removed to the Judicial Bench. A Civil and Sessions Judge commits unpardonable blunders and he is degraded to augment a class of officials who are harmless enough if mere pensioners of Government but as we said their power to do mischief is ample.

A Zillah judge again is but an experienced Magistrate or a good detective. He is more fitted to sit as Sessions Judge in criminal than in civil cases of which he is expected to know nothing but what he acquires after long experience. Let it be borne in mind that this experience is acquired at the expense of the people and Government. A contemporary makes the following judicious remarks:—

"The great blot in the system of Indian administration, is the fact that in all departments, men learn their work at the expense of Government and people, and as soon as they begin to know their works, they are transferred to a new sphere, where the same process is repeated. This is the real purport of the cry for the separation of the Judicial and Executive services—a cry which has agitated the official mind for the last thirty years, but which is still, we fear, as far as ever from a satisfactory solution. If work is worth doing at all, it would seem a simple truism to say that those who are trained to do it will do it better *cearis paribus* than those who are not. Yet every district in India can tell of an active Collector who had mastered his district, being turned into an inefficient Judge or of the efficient Judge promoted to the sedentary Commissioner. And so the system goes on, until, as a climax we find the finances of an Empire with a revenue o fifty millions of different races, made over to a minister of positively no financial experience whatever."

A beardless moonsiff turns out a subordinate judge in his old age after a rigid training of 20 years, and is placed under an executive officer of great experience. This is in act a mockery of justice. Two of the justices of the highest Tribunal in the land have given their evidence in favor of native Judges and that ought to be conclusive. As a Deputy Magistrate is never considered qualified to sit on the judicial bench, even if he happens to be an intelligent and excellent officer, so a Civil Judge must enter the service as a Moonsiff. As to the emoluments of such civil Moon siffs we have nothing to say. Government may pay them as high as it pays the Assistant Magistrates. What we contend for is simply this that the Zillah Judges are in accordance with the present system oftentimes placed in a very awkward position, having to deal with subordinates more clever and experienced themselves. They must at least go through the same ordeals as their subordinates had to pass through.

সংবাদ।

—আমরা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম।

—দ্বারভাঙ্গা নগরে সম্প্রতি ছেলে ধরার ভারি ভয় হইয়াছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিনের বেলায় এখানকার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের একটি দেড় বৎসর বয়স্ক বালক অনুদ্দেশ হইয়াছে। অদ্য আবার শোনা গেল যে এদেশীয় এক স্বর্ণকারের একটি বালক পাওয়া যাইতেছে না। থানায় ও ফৌজদারীতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। লোকে নানা প্রকার মনে করিতেছে। কেহ বলিতেছে নরবলির জন্য, কেহ বলিতেছে খোজা করার জন্য, কেহ বলিতেছে দাস করার জন্য এইরূপ করিয়াছে।

—কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন" রাজা লছমণ প্রসাদ গর্গ বাহাদুরের বদান্যতার বিষয়ে একটি লিখি ২৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে, তদনন্তর জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি কাঁথি সবডিবিজনের শ্রীযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণের চাঁদার দ্বারা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়া ব্যয়োপযুক্ত টাকার সংস্থান করিতে না পারিয়া প্রোক্ত রাজা বাহাদুরের ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক দাতব্য চাহিবায় মাসিক ২০ বিংশতি মুদ্রা দাতব্য দেওনে স্বীকার হইয়া চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিলেন এবং মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার সাহায্যার্থে জেলা মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর রাজা বাহাদুরকে সারভিস পত্র লিখিবায় রোগিদিগের ঔষধি ও আহার এবং পরিচ্ছদের সাহায্য জন্য এককালে ৫০০ পাঁচশত টাকা দাতব্য করিলেন।,,

—ষ্টিফেন সাহেব জুরি প্রথা প্রকারান্তরে উঠাইয়া দিয়া এদেশীয়দিগকে কত মনোবেদনা দিয়াগিয়াছেন, নিম্নলিখিত পত্র খানিতে তাহার আভাস একটু পাওয়া যাইবে। "বেলা প্রায় ৮টা। গত কল্য আপনার পত্রিকা আইসে নাই। অদ্য শনিবার নিশ্চয়ই আসিবে এবং নিশ্চয়ই নবীনের সমাচার থাকিবে। আপনার পত্রকা পাওয়া মাত্রেই আমাদের মধ্যে একটী কোলাহল পড়িয়া গেল। এমন কি একজন বন্ধু ব্যগ্র হইয়া আবরণটী খুলিতে যাইয়া পত্রিকা খানি প্রায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সকলেরই মুখে "নবীনের কি হইয়াছে দেখ।" এমন সময় এক পাত উল্টাইবামাত্র নবীনের বিচার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সকলের আগ্রহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এক বন্ধু পড়িতে লাগিলেন, অপর সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। আমি পড়ি নাই শুনিতে ছিলাম। প্রস্তাবটীর দীর্ঘতা বশতঃ শেষ বিচার শীঘ্র শুনিতে না পাইয়া আপনার প্রতি একটু বিরক্তও হইতে ছিলাম। ক্রমে জুরিরা সকলে নবীনকে নির্দ্দোষী করিলেন শুনিয়া সকলে একবারে লম্ফ দিয়া উঠিলেন এবং এক প্রকার জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। কিন্তু পরেই পাঠক বন্ধু দ্বারা জজ সাহেবের অনৈকতা ও হাইকোর্টের বিচার অর্পিত হওয়ার বিষয় অবগত হইয়া সকলে একেবারে মাটিতে বসিয়া গেলেন।"

হরিপুর প্রস্তাব লেখক। বিবেচনাধীন।

কখগ। দুত সম্পাদককে লিখিবেন।

আমরা স্থানাভাববশতঃ অনেক গুলি পত্র ও পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

প্রেরিত।

শ্রীরামপুরের পশ্চিমে ম্যালেরিয়াজ্বর।

সত্য বটে গতবৎসর হুগলী ও বর্দ্ধমান এইদুই জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবের বিষয় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু তাহার দৌরাত্ম্য ও মারাত্মকতা কি পরিমাণ তাহা তত্তৎস্থানীয় ব্যক্তি ভিন্ন অপরে সম্যক্ অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। সন ১২৭৯ সালের ভাদ্রমাসে যখন ভীষণমূর্ত্তি, লৌহ-বদন রুক্ষ্মহস্ত জ্বরাসুর ক্ষুৎক্ষাম ব্যাঘ্রের ন্যায় করাল কবল বিজৃম্ভিত করিয়া এক একটী পরিবার, গ্রাম, নগর সমূলে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন তত্তৎস্থানের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই বিলক্ষণ জানিয়াছেন, আর যে মহাশয়দিগের সহানুভূতি অব্যাহত আছে বোধ করি তাহারাও কল্পনাদ্বারা সে বিপত্তির কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

মহাশয় আমি যে স্থানের কথা অদ্য বলিব তাহা হুগলী জেলান্তর্গত এবং শ্রীরামপুরের প্রায় ৮। ১০ মাইল পশ্চিমে ব্যবস্থিত। সেহাখালা, ইলিপুর, পাতুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রপল্লী এখানে আছে। যদিও গত বৎসর এ প্রদেশে জ্বরের প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধমান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছিল, তথাপি বিস্তর মনুষ্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এখানে বিগত আশ্বিন মাস হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত প্রথমতঃ নবজ্বরের বিলক্ষণ প্রবলতা ছিল। অনেক পরিবার একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পরে যখন শীত ফুরাইল, নবজ্বরের অপেক্ষাকৃত হ্রাসতা হইল। আমরা আশা করিলাম বুঝিবা এবার অব্যাহতি পাইলাম। আ কপাল!

"কৈবত্ত কর্কশ করগ্রহণচ্যুতোঽপি
জালে পুনার্পতিতঃ শফরো বরাকঃ।
দৈবাওতো বিগলিতে, গিলিতো ককেন
বামে বিধৌ বদ কথং বিপদাং বিনাশঃ॥"

যদি বা নবজ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা গল, পুরাতন জ্বরে তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিল—অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। বসন্তের প্রারম্ভে জীর্ণজ্বরে দুঃখি ব্যক্তিগণ ক্রমাগত মরিতে লাগিল।

এবৎসর জ্যৈষ্ঠমাস হইতে ভাদ্রমাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিবার একটুমাত্র অবকাশ পাওয়া গিয়াছিল। পরে কি সর্ব্বনাশ! পুনর্ব্বার নবজ্বর বীরদর্পে আসিতেছে। সকল পরিবার মধ্যেই ম্যালেরিয়া বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, দুই চারিটী করিয়া ক্রমশঃ শয্যাশ্রয় করিতেছে। দীন দরিদ্র অনাথ নিরাশ্রয় বলিয়া নিষ্কৃতি নাই। কএক বৎসর হইতে পুনঃ পুনঃ রোগের আঘাতে ক্ষুদ্র ভদ্র সকলেই অবসন্ন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। যথা সময়ে উপযুক্ত এমন কি মূলেই চিকিৎসাভাবে দেশ উচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মহাশয় এরূপ রোগাদি আধিদৈবিক দুঃখ নিবারণ করিবার উপায় আবহমান কাল রাজাই করিয়া থাকেন। সভ্য ইংরাজ রাজ এবিষয়ে কেন যথেষ্ট মনোযোগ করিতেছেন না? আমরা অস্বীকার করি না যে আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে ঔষধ ও ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু কথা এই, কৈ প্রকৃত অভাবানুসারে ত কার্য্য হইতেছে না। যদি তাই হইত তাহা হইলে কি ইলিপুর প্রভৃতি বিপদ্‌গ্রস্থ স্থানগুলি উপেক্ষিত হইত? গড়ে প্রায় চারি ক্রোশের মধ্যে এখানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত এমন কি একটী কম্পাউণ্ডারও প্রেরিত অথবা একগ্রেণ ঔষধ বিতরিত হয় নাই। আহা! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত কর্ত্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ করিবার লোক নাই বলিয়া কি এই পল্লীগুলির প্রজামণ্ডলী উপেক্ষনীয়? হুগলীর মান্যবর মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য যে তিনি অবিলম্বে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এখানে সংস্থাপন করিতে যত্নবান হন। উপযুক্ত ডাক্তার ও ঔষধাদি বিতরণ দ্বারা এমন সময়ে দুঃখী প্রজাকুলের আনুকূল্য করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রীরামপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট অনায়াসে এই কখানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন। বন্দীপুর, হরিপাল প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এখানে না থাকিবার প্রতি কারণ কি?

বলিবার আর একটী বিষয় আছে—ইহা দ্বারাও যথেষ্ট অপকার হইতেছে এবং এবিষয়ে একবার মিরারে লিখিয়াছিলাম। ম্যালেরিয়ার গন্ধ পাইয়া যত হাতুড়িয়া কম্পাউণ্ডার এখানকার আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঔষধ সকল তীব্র সার-পদার্থ, উহাদিগের দ্বারা যেমন উপকার হয়, আবার অনুপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে বিলক্ষণ অপকার ঘটিবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। নিতান্ত অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত, হাতুড়ে ডাক্তার গণকে চিকিৎসারূপ গুরুতর ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। এস্থানে এইরূপ ডাক্তার অনেক, কেবল কুইনাইনের শ্রাদ্ধ করেন এবং দিবসে ডাকাইতি ইহাদিগের ব্যবসায় বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। ইহাদিগের পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। 'কানা গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল' প্রবাদ আছে।

কলিকাতা
১৯এ সেপ্‌টেম্বর

আপনার বশম্বদ
শ্রীবেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু শঙ্কর ঘোষ ওভারসিয়ার শিবসাগর	৮্
" উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাকুড়া	৫৷৷০
" যদুনাথ ঘোষ দেবহাটা	৮্
" রামতনু গুপ্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা	৭্
" গোপী কৃষ্ণ ঠাকুর সিঙ্গার বিল, ত্রিপুরা	৮্
" কৃষ্ণকুমার ঘোষ ব্রাহ্মণগাঁ কাঁচাদিয়া	৫
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় কুণ্ডী গোপালপুর, রঙ্গপুর	১০
" গুরু দয়াল দাস গুপ্ত ট্যাঙ্গেল ময়মানসিং	৮
" নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিকগঞ্জ	৫
" শ্রীনাথ চৌধুরী চাটমহর, পাবনা	৫
" জগতীন্দ্রনারায়ণরায় চৌধুরী পিরগাছি, রঙ্গপুর	৮
" বিধুভূষণ ভটাচার্য্য কৃষ্ণনগর	২
বাবু সূর্য্যকান্ত মিত্র ভাগলপুর	৮
" রমণী মোহন চৌধুরী তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর	৮
" বরদা নাথ হালদার গোয়ালপাড়া	৫
মুন্‌সি আমির বিশ্বাস সুন্দরপুর- নদীয়া	৮
বাবু রামচরণ ঘোষ ঢাকা বাঙ্গলা বাজার	২৷০
" লাড্‌ডি মোহন সরকার জয়নগর	৫
" রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জগতি	৩
" দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মক্তগাছা ময়মানসিং	৬
" নফর চন্দ্র ভট্ট বহরমপুর	৮
" দ্বারিকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শাঁকারিপাড়া	৬৷৷
" যদুনাথ দে ভবানিপুর	১
" গিরিশচন্দ্র কবিরাজ বহুবার	৩
" ক্ষেত্রনাথ ঘোষ সেয়ালদহা	৬৷৷
" কেদার নাথ মখোপাধ্যায় শুলতানগাছা মগরা	৮
" শশিভুষণ বসু ভবানিপুর	৬৷৷
পবলিক লাইব্রেরী উত্তরপাড়া	৮
বাবু পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আহিরিটোলা	৩
" প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
" কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায় রামনগর	৮
" বামনদাস বসু যশোহর	৫
" জয় কৃষ্ণ চৌধুরী যশোর	৮
" প্রসন্নকুমার দাস যশোর	৪
" বিষ্ণুচন্দ্র চটোপাধ্যায় যশোর	৮
মাজিষ্ট্রেট সাহেব যশোহর	৮
বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় যশোর	৪
" আনন্দ চন্দ্র মজুমদার যশোর	৪
" কালী প্রসন্ন চৌধুরী যশোর	৫
" কালী প্রসন্ন সেন যশোর	৪
" দক্ষিণা প্রসাদ বসু যশোর	১০
" কৃষ্ণ বেহারি মুখোপাধ্যায় যশোর	৪
" অভয়া চরণ পাড়ে যশোর	৫
" রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যশোর	৮
" শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় যশোর	২
" ব্রজ মোহন দত্ত যশোর	৮
" হরিশচন্দ্র ঘোষ যশোর	৮
" ব্রজ মোহন দত্ত রামপুর	৫
" দিগাম্বর বিশ্বাস সুবারডিনেট জজ বৰ্দ্ধমান	৮
" মতিলাল চৌধুরী উকিল ঐ	১০
" শশীভূষণ বসু ঐ	৮
" সত্যকিঙ্কর সেন ঐ	৮
" ডবলিউ, সি, বনার্জি স্কোয়ার হাইকোর্ট	৬৷৷
" কাণাগ্রে লাল কয়ালী বেঙ্গালবেঙ্ক	৩
" গোপাল চন্দ্র মজুমদার রায় বগান	৩
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত	৫্
" রুদ্রনাথ বড়ুয়া নওগাঁ আসাম	৫্
" অভয়াচরণ সিংহ পাবনা	৮্
" কিশোরিমোহন রায় উকিল রাজশাহী	৮্
" প্রতাপনারায়ণ সিংহ বুদবুদ	৮্
" অমৃতলাল সিংহ খড়িয়া খুলনা	১৭৶০
" রামকিশর আচার্য্য চৌধুরি ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা	১০্
" ঈশানচন্দ্র বক্‌সী হেডমাষ্টার ধুবরি স্কুল	৫্
" শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় পাঙ্খাবাড়ি	২্
" শ্রীনাথ চৌধুরি শাকুল	৫্
" শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জঙ্গিপুর	৪্
" শ্যামাচরণ রায় বাহারবন্দ	৮্
" কৈলাশচন্দ্র চৌধুরি পাঁচকুড়া	২৸০
" সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাজারিবাগ	১০্
" মহেন্দ্র নাথ ঘোষ নাইনিতাল	৮্
যদুনাথ বিশ্বা [illegible]	৮

মুনশি জিল্লর রহমদ তালিবপুর	৮
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমহষ্টিষ্ট্রীট	১
" ঈশানচন্দ্র ঘোষ মানিকতলা	৩।।০
" কালীদাস মল্লিক শোভাবাজার	৬।।০
" গুরূপ্রসন্ন সিংহ মছুয়াবাজার	২।৵০
" মহেশচন্দ্র বসু রাইটার্শ বিল্ডীং	২
" লক্ষ্মণচন্দ্র পাল রাইটার্স বিল্ডীং	২।।০
" কৃষ্ণচন্দ্র শীল ফেয়ার লি প্লেশ	।।০
" শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যার রাইটার্স বিল্ডীং	২
" সারদাচরণ বন্দোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডীং	২
" কমলাকান্ত রায় চৌধুরী গোকরণ	২।।০
" শশিভূষণ ঘোষ তমলুক	৫
" কাঞ্জিলাল মুখোপাধ্যায় বনগ্রাম	৮
" জয়প্রসাদ সীং দেবরূগড়	৮
" দুর্গানন্দ দাস ঘোষ পটুয়া খালি	৮
" সেখ কাদেরবকস মুনশী মালদহা	৪
" ত্রৈলক্যনাথ দত্ত ঠন ঠনে	৩।০
" রাখালচন্দ্র হালদার শোভাবাজার বালাখানা	২
" সম্ভুনাথ চৌধুরি হাট খোলা	৬।।০
" বিশ্বনাথ বসু লায়াল রেলি কোং	২
" যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় চক্রবেড় ভবানিপুর	১৸০
" সিদ্ধেশ্বর বন্দোপাধ্যায় রাধাবাজার	।।০
" বন্দিলাল ঘোষ বউবাজার	২
" অভয়দাস বসু পটলডাঙ্গা	৬।।০
" নিলকমল মিত্র এলাহাবাদ	৮
" কালিদাস নন্দি এলাহাবাদ	২।৵০
" হরকালি দে গবর্ণমেণ্ট প্রিনটীং আপীষ	৩।।০
" রাধানাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রীনাথ দাসে গলির	১
ধ" আতাউল্লা হ ক কুষ্টীয়া	৪
" বলাইচাঁদ সীংহ জোড়াসাকো	৬।।০
" অভচরণ গুপ্ত সুরতিবাগান কলুটোলা	২
" জীবনকৃষ্ণ বসু কম্বলিটোলা	।।
র যদুনাথ বসু বহুবাজার	৩।।০
" যদুনাথ বসু সিমলা	১।।০
" শিবচন্দ্র সরকার টেলিগ্রাফ আপীস	২
" নবকুমার ঘোষ সিমলা	২
" সনাতন দাস, পদ্ম পুকুর	২
" মতিলাল মুখোপাধ্যায় চেলেপটী রোড	১
" গোপালকৃষ্ণ বসু টে জুরিবিল্ডিং	১
" ভুপেন্দ কুমার দত্ত শ্যামবাজার	২৸০
" গোরাচাঁদ বসু হোগলকুড়ে	২
" ব্রজনাথ বাগচি শ্যাম বাজার	১
" হরমোহন নেউগি সবার ভাগজোলা	২৸০
" তারাপ্রসন্ন বসু রানিগঞ্জ	২
" মুনশীগোলাম নাজাক জলপাইগুড়ি	৮
" জয় গোপাল বসু মাইমারী	৫
" রাম জয় মজুমদার ময়মানসিং	৮
" বাবু জহরলাল দে শিয়ালদহ	৬।।০
" ত্রিগুণা চরণ বসু শুকিয়াষ্ট্রীট	২
" ব্রজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় শিবনারায়ণদাসের গলি	১
" চন্দ্রশেখর দাস শাকারি টোলা	১
" অন্নদা প্রসাদ কুণ্ড চৌধুরি মহিয়াড়ি	৮
" রামকৃষ্ণ দেউ মেদিনীপুর, ডেবরার	২৸০
" রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ালিয়ার	৮।।০
" কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাটনা বাঁকি-পূর	৪।।০
" ভবদেব চৌধুরি লাহর	২৸০
" কৃষ্ণধন চৌধুরি বিরজগঞ্জ, দিনাজপুর	৮৲
" উমাচরণ সেন সেরাজগঞ্জ	২০
" আনন্দনাথ মজুমদার কাছারি হাটুরিয়া	৫৲
" ব্রজেন্দ্র কুমার ঘোষ বাগুটীয়া, শ্রীধরপুর,	২।।০
" দিনদয়াল মজুমদার গুপ্তিপাড়া	৮৲
" শিতলচন্দ্র বকশী ভবানীপুর	১০৲
" শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় পাংখাবাড়ী	২।।০
" হেরম্ব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগর	৮৲
" শৈয়দ মোজাফর হোসেন সায়েস্তাবাদ	৮
" শ্যামচাঁদ ধর মাদারিগঞ্জ	৮৲
" দিগম্বর মিত্র, ঝামাপুখুর	৬।।০
" জগদীশ নাথ রায় বালেশ্বর	৮৲
" শচনন্দন কুণ্ড শোভাবাজার	৬।।০
" পশুপতিচরণ ঘোষ হাতিবাগান	৩৲
" শ্রীধর রায় টাকি, শৈদপুর	২৸০
" রামলাল বসু সাকারপাড়া	৩৸০
" গোকুলকৃষ্ণ মুনশী কানুড়য়া, মানিকগঞ্জ	২৲
" বৃন্দাবন মণ্ডল চুচড়া	১৮
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমহাষ্ট ষ্ট্রীট	২
রাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর পাথরিয়াঘাটা	৬।০
" মহেশচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় হোগলকুড়ে	২৲
" করুণাকুমার সেন জোড়াসাঁকো	১৲
" জগন্নাথসেন নিমতলা	৸০
" মহিমচন্দ্র পাল আমহাষ্টষ্ট্রীট	৩।।০
" হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ক্ষিদরপুর	৮৲
" কালিকিশোর গুপ্ত পৈল, হবিগঞ্জ	৩৲
" শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী তুলসিয়া	৮৲
" জাত্রামোহন দাস হালাজারি, চট্টোগ্রাম	৭৸৵০
" আনন্দচন্দ্র মিত্র শোভাবাজার	৬।।০
" বিশ্বেশ্বর মিত্র দরজীপাড়া	৩৲
" কাশীনাথ বিশ্বাস দরজীপাড়া	৬।।০
" হরিদাস ঘোষ বাঁকিপুর,	৪।।০
" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নারিকেলডাঙ্গা	৫।।০
" তিনকড়ি সিং সিমলা	৩।।০
" উমেশচন্দ্র মিত্র আমহাষ্টীট	৬।।০
" চিন্তামণি পাল বেঙ্গাল সেক্রেটারি আফিস	৩৲
" গোপেশ্বর পালচৌধুরি রানাঘাট	১০
" প্রসন্নগোপাল চৌধুরি রানাঘাট	৮৲
" উমেশচন্দ্র দত্ত রাণাঘাট	৩৲
" মহেন্দ্রনাথ বসু ঐ	১৲
" যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুর	৮৲
" হরিশ্চন্দ্র ঘোষ সীতারাম পুর	১০৲
" নগেন্দ্রনাথ দত্ত জয়নগর, মজিলপুর	৩০
" বেচুসেখ ডাক্তর ভবানীপুর	২৲
" উমাচরণ দাস চট্টোগ্রাম	৫।।০
" জাদবানন্দ চক্রবর্ত্তী বড়বাড়ি,	৫৲

অমৃত বাজারপত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বল
বার্ষিক	৬।।০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪।০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
একখণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮।।০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	।১০

বিজ্ঞাপন।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs.4.

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissore Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. The price Rs 4 a copy is not we think considering the real merit of the work too high as some may fancy. *Law Observer.*

To be had at the Amrita Bzar Puttrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

ব্যবস্থামালা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ্‌ট্যানার, ওয়েষ্ট বার্লো, ইরিক্সেন প্রভৃতি চিকিৎসকগণের প্রেস্কৃপ্সন বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত হইবার সংকল্প আছে। ইহাতে ঔষধের গুণ ও আময় প্রয়োগ প্রভৃতি দেওয়া হইবে। সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১৲ টাকা অন্যের প্রতি ১।।০ টাকা ধার্য্য হইল। যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন, দুই মাস মধ্যে আপন আপন নাম, ধাম, ডাকঘরের ঠিকানা এবং কয়খানি গ্রহণ করিবেন তাহার সংখ্যা ত্বরায় দিবেন।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ের
সব এসিষ্টাণ্ট সাজন। (০)

PEOPLE'S CHOLERA BOX.

ওলাউঠা চিকিৎসার হোমিওপেথিক প্রধান দশটী ঔষধ ও ঐ সব ঔষধ কখন কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবেক, তৎ সম্বন্ধে একখান সরল ভাষায় লিখিত পুস্তক একটী বাক্‌সে ও এক শিশি ডাক্তার রুবিনীর কর্পূরের আরক স্বতন্ত্র একটী টীন কেশে. মূল্য ৮ টাকা। দাতব্য জন্য ক্রয় করিলে মূল্য ৫ টাকা। ডাকে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং খরচা ।।০ আনা বেশী দিতে হইবেক। এক বাক্‌স ঔষধে ২৫। ৩০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে। এক বাকস ঔষধ ঘরে থাকিলে যে সে এই পুস্তক দৃষ্টে অনায়াসে এই রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেক। প্রকৃত ওলাউঠা হইতে আরোগ্য হইবার হোমিওপেথিক ভিন্ন আর উপায় নাই, তজ্জন্য গৃহী মাত্রেরই এক এক বাক্‌স ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

R. K. Mitter & Co.
349, Chitpoor Road.

গুপ্তযন্ত্র।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।